মেহেরপুরের সন্তানসহ ৭ শিক্ষার্থীদের নকশায় স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ

কুয়াশার মতো ধুলা ও ইট–কংক্রিটের জঙ্গল পেরিয়ে একটু বুকভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলো নিটার ক্যাম্পাসে পৌঁছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি ইউনিট এর অধীনে সাভারের জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটিই পরিচিত নিটার (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ) নামে।

নিটারে ‘ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং’ বিভাগটি যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালে। এখানে আছে প্যাটার্ন ল্যাব, অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাবে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ। ফ্যাশন–সম্পর্কিত আধুনিক সফটওয়্যারের দীক্ষাও নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

নকশার পাশাপাশি প্রকৌশলের বিষয়টিও এই প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখায় গুরুত্ব পায়। তাই ফ্যাশন ও পোশাক নির্মাণের কারিগরি দিক—দুটিই মাথায় রাখেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিবছরই বিশেষ দিবস, যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, পয়লা বৈশাখ, ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে থিমভিত্তিক পোশাকের নকশা করেন শিক্ষার্থীরা। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তাঁরা পোশাক বানিয়েছেন স্বাধীনতা দিবস মাথায় রেখে। শাড়ি-পাঞ্জাবির ওপর ফুটে উঠেছে মানচিত্র, পতাকা, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

নকশায় ফিউশনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি নারীদের জন্য থামিও তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় এসব পোশাক নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শোর আয়োজনও করা হয়েছে। নিজ উদ্যোগে নিজেদের পোশাক পরে ফটোসেশন করছেন শিক্ষার্থীরা। যা ইতিমধ্যে পোশাক শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার থিম নিয়ে কাজ করেছে তৃতীয় বর্ষের প্রিতুল, ৪র্থ বষের বরাত, তানভীর আদনান,অদ্বিতী সরকার, ১ বর্ষের মাহাপাড়া, রিয়া, মুশফিকাসহ ৮ জন শিক্ষার্থী এবং মডেলও হয়েছেন নিজেরাই।

এদের মাঝে স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে উপস্থাপন করেছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান বুলবুল আহমেদ সাগর বর্তমানে তিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এ তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। সেই সাথে তারা ৮ জন শিক্ষার্থী মেধা ও দক্ষতা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ের সুনাম অর্জন করছে।

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছিতে এসএসসি ও এইচএসসি জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০২২ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের “সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৩টায় কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। তিনি বলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০২২ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এর জন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই, আমি আরো ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল কৃতি শিক্ষার্থীদের। তোমরা আমাদের এই সোনার বাংলাদেশের আগামী দিনের চালিকাশক্তি হবে, তোমরা হবে দেশ ও জাতীর ভবিষ্যত। তোমরা শুধু মেধাবী হলেই চলবেনা তোদের সকলে ভালো মানুষ হতে হবে এই আশা রাখবো।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহার, সাধারন সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, আবকাইজার নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক আবু হেনা, কুড়ুলগাছি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন, সদাবরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ, কুড়ুলগাছি দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার আঃ রহিম, সাংবাদিক আলী আজগর সোনা, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ সচিব শাহাবুবুর রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের মেম্বার ও মহিলা মেম্বারগণ, স্থানীয় সুধীজন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক বৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ সহ এলাকাবাসী।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দিন তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আমাদের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের মেধাবী কোন ছাত্র-ছাত্রী কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তিনি সকল ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৬ জন এবং এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আলোচনা সভা শেষে ২০২২ ইং সালের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড মেম্বার দেলোয়ার হোসেন বিপু।

জীবননগরে ৭মার্চ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ

জীবননগর উপজেলায় ৭মার্চে উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগী শিক্ষাথীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সকাল ৮টার সময় জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্মমাল্য দেওয়া হয় এবং দুপুর ১২টার সময় জীবননগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে ঐতিহাসিক ৭মার্চ উদযাপন উপলক্ষে চিত্র অংকন, ছড়া-কবিতা ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে প্রতিযোগীতায় ১ম ২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান হাফিজ, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর পৌর মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালাম ইশা, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ আয়েশা সুলতানা লাকী,উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস প্রমুখ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সরকারি কলেজ মিলনায়তনে এ ওরিয়েন্টেশন ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কমিটির আহবায়ক সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ

প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার।

প্রধান অতিথির বক্তবে অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস,লেখাপড়া ও শিক্ষক ও গুরুজনদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানান।

এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহা: কাবিল উদ্দিন, রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন ধুমকেতু।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ প্রঙ্গন। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে মোট ১৬টি বিভাগ রয়েছে। সকাল হতে নতুন রুপে সাজতে শুরু চুয়াডাঙ্গা কলেজের প্রতিটি বিভাগ।

নবীনরা উৎফুল্ল চিত্তে প্রথম ক্লাসের উদ্দেশ্যে আসে। সবার মাঝে নব ক্যাম্পাসের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে আসতেই বিশাল সুদর্শন গেইট দেখে কয়েকবার চোখ না বুলিয়ে ও ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিপাটিরূপে ও কলেজে নির্ধারণ ইউনিফর্ম তো ছিল।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থী মোছাঃ সাদিয়া খাতুন বলেন, একাদশ শ্রেণির ওয়ারেন্টেশন ক্লাসে এসে আমার খুবই ভাল লাগছে। যা সারাজীবন মনে থাকার মতো। তাছাড়া শিক্ষকদের

আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্য চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ বলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সুনাম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আমি আশা করি তোমরাও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের এ সুনাম ধরে রাখবে।

তাছাড়া ওরিয়েন্টেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান মতিয়ার রহমান, অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান আবুল কালাম, সহযোগী অধ্যাপক আবু বক্কর, দেলোয়ার রহমান,মারুফা ইয়াছমিন, আজিম হোসেন সহ শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক বৃন্দ।

পরানপুর সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন

দর্শনা পৌর বিএনপি সিনিয়ার সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেটের পরিবারের পক্ষ থেকে দর্শনা পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এসব ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেন হাবিবুর রহমান বুলেট,তার স্ত্রী আশরাফি খাতুন ও ছেলে মাহির আজমল। এছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে পারণপুর গ্রামের বেশকিছু দরিদ্র পরিবারের মাঝেও কম্বল বিতরণ করেন।

পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো,

সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলী, আয়শা সিদ্দিকা, মাহাফুজা খাতুন, শিল্পী খাতুন। এছাড়া গ্রামের পাপ্পু, রিফাত রহমান, রাতুল ও আকাশ। হাবিবুর রহমান বুলেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রচন্ড শীতের এ আবহাওয়ার সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে আমার মত সমাজের বৃত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে নতুন বই

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলা একযোগে শুরু হয়েছে বই উৎসব। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। তবে সরবরাহ না থাকায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বই বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।

রবিবার সকালে রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলা প্রশাসক ড. মনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলা ব্যাপী বই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক পর্যায়ে বই উৎসবের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটি) লিউজা উল জান্নাহ।

এদিকে রোববার সকালে গাংনীর সরকারী মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বই উৎসবের উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক। গাংনী উপজেলায় ১৬২ প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি মাদ্রাসা ও ৬৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বই সরবরাহ না থাকায় শিক্ষার্থীরা ফিরেছেন খালি হাতে। অপর দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বই পুর্ণসেট না থাকায় মাত্র তিনটি করে বই দেয়া হয়।

একই ভাবে মুজিবনগর উপজেলাতেও বই উৎসবের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দীন জানান, পুস্তক প্রকাশনী থেকে বই সরবরাহ না করায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বই বিতরন করা সম্ভব হয়নি। অন্য শ্রেণির পাঠ্য বই কিছুটা সংকট রয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে বই সরবরাহ করা হলে শিক্ষার্থীরা বই পাবে। দেরীতে বই বিতরণ হলেও পাঠ দানের ক্ষেত্রে কোন সমস্য হবে না বলেও জানান েই শিক্ষা কর্মকর্তা।

মেহেরপুরে এসএসসি-তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এসএসসি-তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব শিক্ষার্থী এবং বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারীকে সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করা হয়।

সকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গোপালগঞ্জ কাজী জহুরুল হক কলেজের সমাজ বিজ্ঞানের প্রভাষক মোঃ এনামুল হকের সভাপতিত্বে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের সাব্বির হোসেন এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের আয়েশা বিনতে রাশেদ তিথির সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী ডিগ্রী কলেজের

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাহফুজুল হোসেন, ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ একরামুল আজিম সহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এসএসসি-তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার শিক্ষার্থীদের সুখবর দিলেন ল্যাব এইড গ্রুপ

এবার ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার শিক্ষার্থীদের সুখবর দিলেন বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের বেসরকারি হাসপাতাল ল্যাব এইড গ্রুপ।

এখন থেকে প্রতি বছর এই এতিমখানার শিক্ষার্থীদের জন্য ২ লাখ টাকা প্রদানসহ শিক্ষার্থীদের যে কোনো ধরণের চিকিৎসাসেবা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ওষধপত্র, ডাক্তারী ব্যবাস্থাপত্র এবং ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল ও ল্যাব এইড স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ।

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এমএএস ইমন মেহেরপুর প্রতিদিনকে এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এবিষয়ে ল্যাব এইড গ্রুপের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার এএম শামীম স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার অধ্যক্ষ মো: জাকির হোসেন (শাহীন) কে গত ১০ নভেম্বর চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন।

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এমএএস ইমন বলেন, ল্যাব এইড বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের একটি বেসরকারি হাসপাতাল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আরেকটি ঐতিহ্যবাহি প্রতিষ্ঠান স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন। এজন্য এই

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিথ্যামুক্ত সমাজ গঠণে শিক্ষার্থীদেরই এগিয়ে আসতে হবে-সাবেক সচিব রাশেদুল ইসলাম

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক ও অর্পণ-দর্পণ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী রাশেদুল ইসলাম বলেন, মিথ্যামুক্ত সমাজ গঠণ করে সকল খারাপ কাজ দুরিভূত করতে হবে।তাই মিথ্যামুক্ত সমাজ গঠণে শিক্ষার্থীদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

ভাল কাজের মধ্যে কোনো সীমা নেই। সমাজে অনেক ভাল কাজ আছে। ধর্ম ও কর্মের মধ্যে দুরত্ব কমাতে হবে। তাহলেই মিথ্যামুক্ত সমাজ গঠণ হবে।

এগিয়ে যাওয়ার জন্য বই পড়ি ও সত্য অনুশীলন প্রতিযোগীতা -২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরিকল্পকের বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ শনিবার (৫ নভেম্বর) বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর শিল্পকলা মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক বিশিষ্ট সমাজ সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও সাহিত্যিক ড. সাঈফ ফাতেউর রহমান, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব রনী খাতুন, মেহেরপুর জেলা জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন প্রমুখ।

অর্পণ-দর্পণ স্মৃতি ফাউন্ডশেনের আয়োজনে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ৮০ টি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫ টি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রায় ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে “লকডাউনে আমার মা” নামক একটি বই পড়তে দেওয়া হয়। বইটি থেকে তারা পরীক্ষায় অংশ নেয়। বই পড়া প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতেও বই তুলে দেওয়া হয়। বই পড়া প্রতিযোগীতা মেহেরপুর জেলাকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে নিয়ে এটি পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান আয়োজকদের পক্ষ থেকে। অংশগ্রহণকারীদের ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট, বই ও প্রাইজবন্ড তুলে দেওয়া হয়েছে।